

## সূরা ৬১ : সাফ্ফ, মাদানী

৬১ - سورة الصف، مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ১৪, রুকু ২)

(آيَاتُهَا : ١٤ رُكُوعَاتُهَا : ٢)

## সূরা সাফ্ফ এর মর্যাদা

আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘আমরা একদা পরস্পর আলোচনা করছিলাম যে, আমাদের মধ্যে কেহ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করত যে, আল্লাহ তা‘আলার নিকট কোন আমল সবচেয়ে প্রিয়? কিন্তু তখনও কেহ উঠে দাঁড়ায়নি, ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লোককে আমাদের কাছে পাঠালেন এবং তিনি এই পূর্ণ সূরাটি আমাদেরকে পাঠ করে শোনালেন।’ (আহমাদ ৫/৪৫২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	١. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
২। হে মু‘মিনগণ! তোমরা যা করনা তা তোমরা কেন বল?	٢. يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
৩। তোমরা যা করনা তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।	٣. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

৪। যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

۴. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا  
كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوعٌ

## যে যা করেনা তা অন্যকে করতে বলার ব্যাপারে ভর্তসনা করা হয়েছে

প্রথম আয়াতের তাফসীর কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ এরপর আল্লাহ তা‘আলা ঐ লোকদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছেন যারা ওয়াদা করার পর তা পূরা করেনা।

পূর্বযুগীয় কোন কোন আলেম এই আয়াতকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলেন যে, ওয়াদা পূর্ণ করা সাধারণভাবেই ওয়াজিব। যার সাথে ওয়াদা করে সে তা পূর্ণ করার তাগিদ করুক আর নাই করুক। তাঁরা তাঁদের দলীল হিসাবে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এ হাদীসটিও পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মুনাফিকের লক্ষণ হল তিনটি। (এক) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, (দুই) কথা বললে মিথ্যা বলে এবং (তিন) তার কাছে আমানাত রাখা হলে তা খিয়ানাত করে।’ (ফাতহুল বারী ১/১১১, মুসলিম ১/৭৮) অন্য সহীহ হাদীসে রয়েছে : ‘চারটি অভ্যাস যার মধ্যে আছে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি অভ্যাস রয়েছে তার মধ্যে নিফাক বা কপটতার একটি অভ্যাস রয়েছে যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে।’ (ফাতহুল বারী ১/১১১) এগুলোর মধ্যে একটি অভ্যাস হল ওয়াদা ভঙ্গ করা। শারহে বুখারীর শুরুতে আমরা এই হাদীসগুলি পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

এ জন্যই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন : তোমরা যা করনা তা তোমাদের বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক। আবদুল্লাহ ইব্ন আমির ইব্ন রাবীআহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করেন, ঐ সময় আমি নাবালক ছিলাম। খেলা করার জন্য আমি বের হলে আমার মাতা আমাকে ডাক দিয়ে বললেন : ‘হে আবদুল্লাহ! এসো, তোমাকে কিছু দিতে চাই।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মাতাকে বললেন : ‘সত্যি কি তুমি তোমার ছেলেকে কিছু দিতে চাও?’ আমার মাতা উত্তরে বললেন : ‘জী হ্যাঁ, খেজুর দিতে চাই।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : ‘তাহলে ভাল, অন্যথায় জেনে রেখ যে, যদি কিছুই না দেয়ার ইচ্ছা করতে তাহলে মিথ্যা বলার পাপ তোমার উপর লিখা হত (তোমাকে মিথ্যাবাদিনী হিসাবে গণ্য করা হত)।’ (আহমাদ ৩/৪৪৭, আবু দাউদ ৫/২৬৫)

মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন যে, মু‘মিনরা বলেছিল : ‘কোন্ আমল আল্লাহ তা‘আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় তা যদি আমরা জানতাম তাহলে অবশ্যই আমরা ঐ আমল করতাম।’ তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা তাদেরকে এটা জানাতে গিয়ে বলেন :

‘يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ صَفَا’ যারা আল্লাহর পথে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত হয়ে সংগ্রাম করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।’ অতঃপর উহ্দের দিন তাদের পরীক্ষা হয়ে যায়। তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যায়। তখন আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেন :

‘يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ’ হে মু‘মিনগণ! তোমরা যা করনা তা তোমরা কেন বল? তিনি বলেন : ‘তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে আমার পথে যুদ্ধ করেছে।’ (দুররুল মানসুর ৮/১৪৬)

কোন কোন বিজ্ঞজন বলেন যে, এটা ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা নিজেদের বাহাদুরি দেখানোর জন্য বলত : ‘আমরা যুদ্ধ করেছি’, অথচ তারা যুদ্ধ করেনি, বলত : ‘আমরা আহত হয়েছি’, অথচ আহত হয়নি, বলত : ‘আমরা প্রহৃত হয়েছি’ অথচ প্রহৃত হয়নি, বলত : ‘আমরা ধৈর্যধারণ করেছি’, অথচ ধৈর্যধারণ করেনি ইত্যাদি।

সাদ্দ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থায়ী সেনাবাহিনীকে সারিবদ্ধ না করা পর্যন্ত শত্রুদের সাথে যুদ্ধ শুরু করতেননা। সুতরাং কাতারবন্দী বা সারিবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে। (কুরতুবী ১৮/৮১) তিনি বলেন যে, كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ এর অর্থ হচ্ছে : যুদ্ধে তারা একে অপরের সাথে সম্মিলিতভাবে

সারিবদ্ধ হয়। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) **كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ** এর ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : একজনের সাথে অপর জনের সুদৃঢ় বন্ধন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : উহা হল এমন মযবূত কাঠামো/দেয়াল যা কখনও হেলে পড়েনা, যেহেতু একের সাথে অপরটি গ্রথিত রয়েছে। (দুররুল মানসুর ৮/১৪৭)

৫। স্মরণ কর মুসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ যখন তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল? অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেননা।

۵. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ  
يَقَوْمِ لِمَ تُوذُونِي وَقَدْ  
تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ  
إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ  
قُلُوبَهُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الْفَاسِقِينَ

৬। স্মরণ কর, মারইয়াম তনয় ঈসা বলল : হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি উহার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তাঁর সুসংবাদ দাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট এলো তখন তারা বলতে

۶. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  
يَبْنَىٰ إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ  
إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ  
مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ  
يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ۚ أَتَمَّهُ أَحْمَدُ

লাগল : এটাতো এক স্পষ্ট  
যাদু।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا  
هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

### মূসার (আঃ) কাওমকে তাঁর ভর্তসনা

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল মূসা ইব্ন ইমরান (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর কাওমকে বলেন : لَمْ تُؤْذُونِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي ‘হে আমার কাওম! তোমরাতো আমার রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত রয়েছ, এতদসত্ত্বেও কেন তোমরা আমার রিসালাতকে অস্বীকার করে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ?’ এর দ্বারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক দিক দিয়ে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে। তাঁকেও মাক্কার কাফিরেরা কষ্ট দিত।

একবার তিনি বলেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা মূসার (আঃ) উপর রহম করুন, তাঁকেতো এর চেয়েও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এর পরেও তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।’ (ফাতহুল বারী ৭/৬৫২) সাথে সাথে মু‘মিনদেরকে ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট না দেয় কিংবা বিব্রত না করে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন :

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادُوا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا

وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا

হে মু‘মিনগণ! মূসাকে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়োনা; তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমানিত করেন এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬৯) আল্লাহ তা‘আলার উক্তি :

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। অর্থাৎ যখন তারা জেনে গুলে সত্যের অনুসরণ হতে সরে গেল তখন আল্লাহ তা‘আলাও তাদের অন্তরকে

হিদায়াত হতে সরিয়ে দিলেন এবং ওকে সন্দেহ ও ব্যর্থতা দ্বারা পূর্ণ করে দিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَنُقَلِّبُ أَفْعَادَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্তে র ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ : ১১০) মহান আল্লাহ আরও বলেন :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ  
الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তাহলে সে যাতে অভিনিবিষ্ট আমি তাকে তাতেই প্রত্যাভর্তিত করাব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব; এবং ওটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাভর্তন স্থল। (সূরা নিসা, ৪ : ১১৫) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন :

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেননা। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ২৪)

### ঈসার (আঃ) আমাদের নাবীর আগমনের সুসংবাদ প্রদান

এরপর ঈসার (আঃ) ভাষণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যে ভাষণ তিনি বানী  
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ইসরাঈলের সামনে দিয়েছিলেন। ঐ ভাষণে তিনি বলেছিলেন :  
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ  
يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ হে বানী ইসরাঈল! তাওরাত আমার (আগমনের)  
শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছিল, আর আমি দৃঢ়ভাবে এর সত্যতা অনুমোদনকারী।  
এখন আমি তোমাদের সামনে একজন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের

শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করছি যিনি হলেন নাবী, উম্মী, মাক্কী আহমাদ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুতরাং ঈসা (আঃ) হলেন বানী ইসরাঈলের শেষ নাবী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সমস্ত নাবী ও রাসূলের মধ্যে সর্বশেষ নাবী ও রাসূল। তাঁর পরে কোন নাবীও আসবেননা এবং কোন রাসূলও আসবেননা। ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি অতি সুন্দর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে : যুবাইর ইব্ন মুতঈম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ ‘আমার অনেকগুলি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি আহমাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি মা’হী, যার কারণে আল্লাহ কুফরীকে নিশ্চিহ্ন করবেন, আমি হা’শির, আমাকে দিয়েই পুনরুত্থান শুরু হবে এবং আমি আ’কিব।’ (ফাতহুল বারী ৮/৫০৯, মুসলিম ৪/১৮২৮)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, খালিদ ইব্ন মাদান (রহঃ) বলেছেন যে, একদা সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাদেরকে আপনার নিজের কথা বলুন!’ তখন তিনি বলেন : ‘আমি আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) আল্লাহর কাছে চাওয়া দু‘আ এবং ঈসার (আঃ) শুভসংবাদ। আমার মা যখন আমাকে গর্ভে ধারণ করেন তখন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, যেন তাঁর মধ্য হতে এমন এক নূর বা জ্যোতি বের হল যার কারণে সিরিয়ার বসরা শহরের প্রাসাদগুলি আলোকিত হয়ে উঠল।’ (ইব্ন হিশাম ১/১৭৫)

ইরবায় ইব্ন সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমি আল্লাহ তা‘আলার নিকট শেষ নাবী হিসাবে লিখিত ছিলাম, অথচ আদম (আঃ) তখন মাটি রূপে ছিলেন। তোমাদেরকে আমি আমার আগমনের ঘটনা শুনাচ্ছি। আমি আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) দু‘আ, ঈসার (আঃ) শুভসংবাদ এবং আমার মায়ের স্বপ্ন। নাবীগণের মায়েরদেরকে এভাবেই স্বপ্ন দেখানো হয়ে থাকে।’ (আহমাদ ৪/১২৭)

আবু উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার আগমনের প্রথম সুখবর কি ছিল?’ তিনি উত্তরে বলেন : ‘আমি আমার পিতা ইবরাহীমের (আঃ) দু‘আ এবং ঈসার (আঃ) শুভসংবাদ। আমার মা স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর মধ্য হতে এক নূর বের হয় যা সিরিয়ার প্রাসাদগুলিকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে।’ (আহমাদ ৫/২৬২)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ বাদশাহ নাজ্জাশীর দেশে প্রেরণ করেন। আমরা প্রায় আশিজন লোক ছিলাম যাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), জা’ফর ইব্ন আবু তালিব (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন উরফুতাহ (রাঃ), উসমান ইব্ন মায’উন (রাঃ) এবং আবু মূসাও (রাঃ) ছিলেন। আর ওদিকে কুরাইশরা আমর ইব্ন আ’স এবং উমারাহ ইব্ন ওয়ালীদকে নাজ্জাশীর নিকট উপটোকনসহ প্রেরণ করেন। তারা উভয়ে নাজ্জাশীর সামনে হাযির হয়ে তাঁকে সাজদাহ করে। তারপর তারা ডানে ও বামে দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর আমর ও উমারাহ আবেদন করে : ‘আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য হতে কতক লোক আমাদের দীন পরিত্যাগ করে আপনার দেশে চলে এসেছে। নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন : ‘তারা কোথায়?’ তারা জবাব দিল : ‘এখানেই এই শহরেই তারা রয়েছে।’ তিনি তখন সাহাবীগণকে তাঁর সামনে হাযির করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ অনুযায়ী সাহাবীগণ শাহী দরবারে হাযির হলেন। জা’ফর (রাঃ) স্বীয় সঙ্গীদেরকে বললেন : ‘আমি আজ তোমাদের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করব।’ তখন সবাই তাঁর অনুসরণ করলেন। অতঃপর তিনি সভাষদবর্গকে সালাম দিলেন, কিন্তু তিনি সাজদাহ করলেননা। সভাষদবর্গ তখন বলল : ‘তোমরা বাদশাহকে কেন সাজদাহ করলেনা?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘আমরা মহিমাম্বিত আল্লাহ ছাড়া কেহকেও সাজদাহ করিনা।’ তারা প্রশ্ন করল : ‘কেন?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘আল্লাহ তা’আলা আমাদের নিকট তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন, যিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে সাজদাহ না করি এবং সালাত আদায় করি, যাকাত প্রদান করি।’ তখন আমর ইব্ন আ’স (রাঃ) আর কথা না বলে থাকতে পারলেননা। তিনি বলে উঠলেন : ‘জনাব! ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে এদের আকীদা বা বিশ্বাস আপনাদের আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত।’ তখন বাদশাহ জা’ফরকে (রাঃ) প্রশ্ন করলেন : ‘ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতা সম্পর্কে তোমাদের আকীদা কি?’ জা’ফর (রাঃ) জবাবে বললেন : ‘এ ব্যাপারে আমাদের আকীদা ওটাই যা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা’আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তা এই যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর কালেমা ও তাঁর রুহ, যা তিনি কুমারী ও সতী-সাধ্বী নারী মারইয়ামের (আঃ) প্রতি নিষ্ক্ষেপ করেছিলেন। তাঁকে কখনও কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি। বাদশাহ এ ভাষণ শুনে ভূমি হতে একটি কুটা উঠিয়ে নিয়ে বললেন : ‘হে হাবশের অধিবাসী! হে বক্তাগণ! হে বিদ্বানমণ্ডলী! হে দরবেশবৃন্দ! এ ব্যাপারে এই লোকদের (মুসলিমদের) এবং আমাদের আকীদা একই। আল্লাহর শপথ! এ ব্যাপারে এদের



আকীদা এবং আমাদের আকীদার মধ্যে এই কুটা পরিমাণও পার্থক্য নেই। হে মুহাজিরদের দল! তোমাদের আগমন শুভ হয়েছে এবং ঐ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও আমি মুবারকবাদ জানাচ্ছি যাঁর নিকট হতে তোমরা এসেছ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তিনিই ঐ রাসূল যাঁর শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী আমরা ইঞ্জীলে পড়েছি। ইনিই ঐ নাবী যাঁর সুসংবাদ আমাদের নাবী ঈসা (আঃ) প্রদান করেছেন। আল্লাহর শপথ! যদি আমার উপর দেশ পরিচালনার বামেলায়ুক্ত দায়িত্ব অর্পিত না থাকত তাহলে এখনই আমি এই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে তাঁর জুতা বহন করে এবং তাঁর উযূর পানি বহন করে সম্মান বোধ করতাম।’ এটুকু বলে তিনি ঐ দুই কুরাইশীকে তাদের উপটোকন ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

এই মুহাজিরদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) পরিবারই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হন এবং তিনি বদরের যুদ্ধেও যোগদান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নাজ্জাশী বাদশাহর মৃত্যুর খবর পৌঁছলে তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। (আহমাদ ১/৪৬১) মহান আল্লাহ বলেন :

هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ অতঃপর যখন সে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট এলো তখন তারা বলতে লাগলঃ এটাতো এক স্পষ্ট যাদু। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এত খ্যাতি এবং তাঁর সম্পর্কে পূর্ববর্তী নাবীগণের ক্রমান্বয়ে ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও যখন তিনি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ তাদের কাছে এলেন তখন তারা অর্থাৎ কাফিরেরা ও বিরোধীরা বলে উঠলোঃ এটাতো স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

৭। যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহ্বত হয়েও আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে হতে পারে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেননা।

۷. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

৮। তারা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়,

۸. يُرِيدُونَ لِيطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ

<p>কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিরেরা তা অপছন্দ করে।</p>	<p>بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ</p>
<p>৯। তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত এবং সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর ওকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।</p>	<p>۹. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِأَهْدَىٰ وَدِينٍ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ</p>

### মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যুল্মকারী ব্যক্তি

মহান আল্লাহ বলেন : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ

يَدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে এবং তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কেহই হতে পারেনা। সে যদি বে-খবর হত তাহলেতো একটা কথা ছিল, কিন্তু তার অবস্থাতো এই যে, তাকে তাওহীদ ও ইখলাসের দিকে সদা-সর্বদা আহ্বান করা হচ্ছে, সুতরাং যে ব্যক্তি এ ধরনের যালিম তার ভাগ্যে হিদায়াত আসবে কোথা হতে? তাদের দৃষ্টান্ত ঠিক ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত যে ব্যক্তি সূর্যের রশ্মিকে মুখের ফুঁ দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়। এটা যেমন অসম্ভব ঠিক তেমনি এটাও অসম্ভব যে, এই কাফিরদের মাধ্যমে আল্লাহর দীন দুনিয়ার বুক হতে মুছে যাবে।

কিন্তু আল্লাহ এই ফাইসালা করেছেন যে, তিনি তাঁর নূরকে উদ্ভাসিত করবেন যদিও কাফিরেরা তা অপছন্দ করে। আর তিনিই তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর ওকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

এই দু’টি আয়াতের পূর্ণ তাফসীর সূরা বারাতাতে গত হয়েছে। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য এবং আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

<p>১০। হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সম্ভান দিব যা তোমাদের রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে?</p>	<p>۱۰. يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلَّا أَذْلُكُمْ عَلَىٰ تَجَرَّةٍ تُنَجِّكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ</p>
<p>১১। তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে।</p>	<p>۱۱. تَوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ</p>
<p>১২। আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহা সাফল্য।</p>	<p>۱۲. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ</p>
<p>১৩। আর তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরও একটি অনুগ্রহ; আল্লাহর সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়; মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দাও।</p>	<p>۱۳. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ</p>

## আল্লাহর শান্তি থেকে যে ব্যবসা রক্ষা করতে পারে

আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) বর্ণিত হাদীস পূর্বে গত হয়েছে যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন আমল আল্লাহ তা‘আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয়?’ তাঁদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা‘আলা এই সূরাটি অবতীর্ণ করেন। এতে তিনি বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ  
এসো, আমি তোমাদেরকে এমন এক লাভজনক ব্যবসার কথা বলে দিই যাতে ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা নেই। এতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং ভয়ের কোন কারণ থাকবেনা। তা হচ্ছে এই যে, تَوَّابُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ  
তোমরা আল্লাহর একাত্মবাদে ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এই ব্যবসা দুনিয়ার ব্যবসা হতে বহুগুণে উত্তম। যদি তোমরা এই ব্যবসায়ে হাত দাও তাহলে তোমাদের পদস্থলন ও পাপ-অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিব। আর তোমাদেরকে দাখিল করব এমন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাব স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। বিশ্বাস রেখ যে, মহাসাফল্য এটাই।

আরও জেনে রেখ যে, তোমরা সদা তোমাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করে থাক, এই মুকাবিলার সময় আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে থাকব এবং তোমাদের ঈম্পিত বিজয় দান করব। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

হে মু‘মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৭) অন্যত্র রয়েছে :

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে নিজকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪০) দুনিয়ার এই সাহায্য ও

বিজয় এবং আখিরাতের ঐ জান্নাত ও নি‘আমাত ঐ লোকদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের কাজে সদা নিয়োজিত থাকে এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর দীনের খিদমাত করে। তাইতো তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : হে নাবী! তুমি আমার পক্ষ হতে মু‘মিনদেরকে এর সুসংবাদ দাও।

১৪। হে মু‘মিনগণ! আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মারইয়াম তনয় ঈসা তার শিষ্যদেরকে বলেছিল : আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলেছিল : আমরাইতো আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বানী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফরী করল। পরে আমি মু‘মিনদেরকে শক্তিশালী করলাম তাদের শত্রুদের মুকাবিলায়; ফলে তারা বিজয়ী হল।

١٤. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا اَنْصَارَ لِلّٰهِ كَمَا قَالَ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِثِ مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِثُ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۖ فَاَمَنْتَ طٰٓئِفَةٌ مِّنْ بَنِيْ اِسْرَٔءِیْلَ وَكَفَرَتْ طٰٓئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ

### প্রকৃতিগতভাবে সব মুসলিমই ইসলামের সমর্থনকারী

মহান আল্লাহ তাঁর মু‘মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন সদা-সর্বদা জান-মাল দ্বারা আল্লাহকে সাহায্য করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাকে সাড়া দেয়, যেমন হাওয়ারীগণ ঈসার (আঃ) ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন : আল্লাহর পথে কে আমাকে সাহায্যকারী হবে? তখন ঈসার (আঃ) অনুসারী হাওয়ারীরা বলেছিল : আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। অর্থাৎ আল্লাহর এই দীনের কাজে আমরাই

আপনার সঙ্গী হিসাবে কাজ করব, আপনাকে সাহায্য করব ও আপনার অনুসারী হিসাবে থাকব। তখন ঈসা (আঃ) তাদেরকে প্রচারক হিসাবে সিরিয়ার শহরগুলিতে পাঠিয়ে দেন।

হাজ্জের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও জিজ্ঞেস করতেন : ‘এমন কেহ আছে কি যে আমাকে সাহায্য করবে যাতে আমি আল্লাহর রিসালাতকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারি? কুরাইশরা আমাকে আমার রবের বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার কাজে বাধা প্রদান করেছে।’ (আহমাদ ৩/৩২২, হাকিম ২/৬২৪, বাইহাকী ৮/১৪৬)

মাদীনার অধিবাসী আউস ও খায়রাজ গোত্রীয় লোকদেরকে মহান আল্লাহ এই সৌভাগ্যের অধিকারী করেন যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। তাঁরা তাঁর কথা মেনে চলার অঙ্গীকার করেন। তাঁরা এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের বাসভূমিতে চলে যান তাহলে কোনক্রমেই তাঁরা তাঁর কোন ক্ষতি সাধন হতে দিবেননা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর সঙ্গীগণসহ হিজরাত করে তাঁদের বাসভূমি মাদীনা নগরীতে পৌঁছলেন তখন বাস্তবিকই তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। এ কারণেই তাঁরা ‘আনসার’ (সাহায্যকারী) এই মহান উপাধিতে ভূষিত হন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন।

## বানী ইসরাঈলের একটি দল ঈসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল, অপর দল তাঁকে অস্বীকার করেছিল

মহান আল্লাহ বলেন : فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ  
অতঃপর বানী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো এবং একদল কুফরী করল অর্থাৎ যখন ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসারী হাওয়ারীদেরকে নিয়ে দীনের দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন তখন বানী ইসরাঈলের কিছু লোক সঠিক পথে এসে গেল, আর কিছু লোক এ পথে এলোনা। এমনকি তারা তাঁকে এবং তাঁর সতী-সাক্ষী মাতার প্রতি জঘন্যতম অপবাদ রচনা করল। এই ইয়াহুদীদের উপর কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহর গযব পতিত হোক।

আবার যারা তাঁকে মেনে নিল তাদের মধ্যে একটি দল মানার ব্যাপারে সীমালংঘন করল এবং তাঁকে তার মর্যাদার চেয়েও বাড়িয়ে দিল। এদের মধ্যেও আবার কয়েকটি দল হয়ে গেল। একটি দল বলতে লাগল যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর

পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)। অন্য একটি দল বলল যে, ঈসা (আঃ) তিন আল্লাহর একজন অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও রুহুল কুদুস। আর একটি দলতো তাঁকে আল্লাহ বলেই স্বীকার করে নিল। এসবের আলোচনা সূরা নিসায় বিস্তারিতভাবে রয়েছে।

## আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিনদেরকে জয়যুক্ত করেন

মহান আল্লাহ বলেন : **فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ** পরে আমি মু‘মিনদেরকে শক্তিশালী করলাম তাদের শত্রুদের মুকাবিলায়। অর্থাৎ আমি তাদেরকে তাদের শত্রু খৃষ্টানদের উপর বিজয়ী করলাম।

ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন : যখন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ ঈসাকে (আঃ) আকাশে উঠিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন ঈসা (আঃ) স্বীয় সহচরদের নিকট এলেন। ঐ সময় তাঁর মাথা হতে পানির ফোঁটা বারে পড়ছিল। তাঁর সহচরগণ ছিলেন বারোজন। তাঁরা একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁদের মধ্যে এসেই বললেন : ‘তোমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যে আমার উপর ঈমান এনেছে বটে কিন্তু পরে কুফরী করবে। একবার নয়, বরং বারো বার।’ অতঃপর তিনি বললেন : ‘তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে এ ব্যাপারে প্রস্তুত হতে পারে যে, তাকে আমার চেহারার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত করে দেয়া হবে এবং আমার পরিবর্তে তাকে হত্যা করা হবে, অতঃপর সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে?’ তাঁর এ কথার জবাবে তাঁদের মধ্যে বয়সে যিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন তিনি বললেন : ‘আমি এ জন্য প্রস্তুত আছি।’ ঈসা (আঃ) তাঁকে বললেন : ‘তুমি বস।’ অতঃপর পুনরায় তিনি তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। এবারও ঐ যুবকটি দাঁড়িয়ে বললেন : ‘আমিই এজন্য প্রস্তুত।’ ঈসা (আঃ) এবারও তাঁকে বসে যেতে বললেন। তৃতীয়বার ঈসা (আঃ) ঐ কথাই বললেন এবং তৃতীয়বারও ঐ যুবকটিই দাঁড়িয়ে সম্মতি জানালেন। এবার তিনি বললেন : ‘আচ্ছা, বেশ!’ তৎক্ষণাৎ তাঁর আকৃতি সম্পূর্ণরূপে ঈসার (আঃ) মত হয়ে গেল এবং ঈসাকে (আঃ) ঐ ঘরের ছাদের একটি ছিদ্র পথে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হল। ঈসাকে (আঃ) অনুসন্ধানকারী ইয়াহুদীরা দৌড়ে এলো এবং ঐ যুবকটিকে ঈসা (আঃ) মনে করে গ্রেফতার করল ও শূলে চড়িয়ে হত্যা করল। ঈসার (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঐ অবশিষ্ট এগারজন লোকের মধ্য হতে কেহ কেহ বারো বার কুফরী করল, অথচ ইতোপূর্বে তারা ঈমানদার ছিল।

অতঃপর ঈসাকে (আঃ) মান্যকারী বানী ইসরাঈলের দলটি তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একটি দল বলল : ‘স্বয়ং আল্লাহ ঈসার আকৃতিতে যতদিন ইচ্ছা

করেছিলেন আমাদের মধ্যে ছিলেন। অতঃপর তিনি আকাশে উঠে গেলেন।’ এই দলটিকে ইয়াকুবিয়াহ বলা হয়। দ্বিতীয় দলটি বলল : ‘আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আমাদের মাঝে ছিলেন, অতঃপর তিনি তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিলেন।’ এই দলটিকে বলা হয় নাসতুরিয়াহ। তৃতীয় দলটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদের আকীদাহ বা বিশ্বাস এই যে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাদের মধ্যে ছিলেন, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। এই দলটি হল মুসলিমের দল।

অতঃপর ঐ কাফির দল দু’টির শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা ঐ মুসলিম দলটিকে প্রহার করে হত্যা ও ধ্বংসের পর্যায়ে নিয়ে যায়। অবশেষে আল্লাহ তাবারাকাতু ওয়া তা’আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। বানী ইসরাঈলের ঐ মুসলিম দলটি তাঁর উপরও ঈমান আনয়ন করে। সুতরাং এই ঈমানদার দলটিকে আল্লাহ তা’আলা সাহায্য করেন এবং তাদেরকে তাদের শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিজয়ী হওয়া এবং দীন ইসলামের অন্যান্য দীনগুলোকে পরাজিত করাই হল তাদের বিজয়ী হওয়া ও তাদের শত্রুদের উপর জয়লাভ করা।’ (তাবারী ২৩/৩৬৬, নাসাঈ ৬/৪৮৯)

সুতরাং এই উম্মাত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সদাসর্বদা বিজয়ীই থাকবে, শেষ পর্যন্ত কিয়ামাত এসে যাবে এবং এই উম্মাতের শেষের লোকেরা ঈসার (আঃ) সঙ্গী হয়ে মাসীহ দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, যেমন সহীহ হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১৩/৩০৬, মুসলিম ৩/১৫২৪, আবু দাউদ ৩/১১) এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।